বাংলা সন্ধির যৌক্তিকতা

মনিরা বেগম*

The present study attends to explore the role of 'Sandhi' in Bangla language. Of all the Sanskrit linguistic terms which have been taken over by the grammarians, it is sandhi which has been the most widely used and which is the most fully assimilated into European languages. In this article it to be shown that the traditional 'sandhi' is nothing but the discussion of sound change especially assimilation and vowel harmony.

১.১ ভূমিকা

আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে সংস্কৃত থেকে যেসব ভাষাতাত্ত্বিক পরিভাষা নেওয়া হয়েছে, এদের মধ্যে সন্ধি বহুল ব্যবহৃত এবং ইউরোপীয় ভাষাগুলোতে এ বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে আত্মীকরণ করা হয়েছে। কোন শব্দ বা রূপমূল যখন একে অপরের সাথে মিলিত হয়, তখন এদের মধ্যে ধ্বনিগত পরিবর্তন সাধিত হতে পারে। বিষয়টি প্রথম উদঘাটন করেন প্রাচীন ভারতীয় ভাষাবিজ্ঞানীরা এবং একে চিহ্নিত করেন 'সন্ধি' হিসেবে। পাশ্চাত্যের ভাষাবিজ্ঞানীরাও এ 'সন্ধি' শব্দটিকে সাদরে গ্রহণ করেছেন এবং ভাষাবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রপঞ্চ (phenomenon) হিসেবে একে চিহ্নিত করেছেন।[১]

১.২ সন্ধি

ভাষার ধ্বনি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে 'সন্ধি' একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। বিষয়টি প্রাথমিকভাবে বিবেচনা করেন প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিক পদপাথ (Padapātha) ও প্রতিসক্যস (Prātisakyas) এবং এ বিষয়ে পূর্ণতা আনেন ভাষাবিজ্ঞানী পাণিনি। পদপাথ ও প্রতিসক্যস মূলত তাদের দার্শনিক দৃষ্টিকোণ দ্বারা বেদস্কুলের কিছু নির্দিষ্ট শব্দের 'সন্ধি' বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন। পাণিনি প্রথম উদ্ঘাটন করেন ভাষার ধ্বনি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সন্ধি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তিনিই প্রথম শব্দের মধ্যে ও বাইরে যে ধ্বনিতাত্ত্বিক সুত্র কাজ করে তা আবিষ্কার করে শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন। যেমন পাণিনি সূত্রের মাধ্যমে দেখান যে i , u, r, ! -এ স্বরধ্বনিগুলো প্রতিস্থাপিত হয় যথাক্রমে তাদের অনাক্ষরিক y, u, r, ! এ রূপগুলোর মাধ্যমে। পাণিনির সন্ধি নিয়মগুলো মূলত ভাষার কৃত্রিম প্রকাশ, যেগুলো তাঁর তালিকাভুক্ত ও ভাষার ধ্বনিগুলোর নির্দিষ্ট শ্রেণী থেকে একই নিয়মে ক্রমানুসারে সংক্ষেপিত হয়।[২]

অভিনিবেশসহকারে দেখলে বোঝা যায় : আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে এ 'সন্ধি' পরিভাষা প্রথম পরিগ্রহণ করেন ১৮৯১ সালে ভাষাবিজ্ঞানী Georg Von der Gabelentz। এর চারদশক পর বিংশশতকে বিষয়টি আবার নতুনভাবে উপস্থাপন করেন প্রখ্যাত ভাষাবিজ্ঞানী লিওনার্দ ব্লুমফিল্ড। ব্লুমফিল্ডের ভাষায়, "This term like many technical terms of linguistics come from the ancient

---

* প্রভাষক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Hindu grammarians. Literary it means putting together". ব্লুমফিল্ড সন্ধির তাৎপর্য সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন– "Putting together" ব্যুৎপত্তি ঠিক এই কথাই বলে সম্+ধি (ধা+ই), সম্=একসঙ্গে ধি = ধরে রাখে যা।[৩] এ বিষয়ে ভাষাবিজ্ঞানীদের কিছু সংজ্ঞার্থ উপস্থাপন করা হলো :

১. Sandhi is a phenomenon of word juncture. It is essentially a phonetic feature of two contiguous sounds, one at the end of a word and the other at the begining of the Newt word, into a single one, and thus turning the two words into one word.[৪]

২. In many languages, the morphemes which enter into a single word vary in their phonemic representation depending on the other morphemes present in the same word; at the same time, the shapes of whole words vary depending on their position relative to each other and on the shapes of adjacent words. The most convenient way to describe the alternation involved is in terms of internal and external sandhi.[৫]

৩. একাধিক ধ্বনি এক বা একাধিক পদে পাশাপাশি অবস্থিত হইলে পর, দ্রুত উচ্চারণকালে ধ্বনিগুলোর মধ্যে ত্রিবিধ পরিবর্তন ঘটিতে দেখা যায়। ফলে ক) ধ্বনিগুলোর মধ্যে আংশিক বা পূর্ণমিলন সাধিত হয়; নতুবা খ) তাহাদের একতরের লোপ হয়; কিংবা গ) তাহাদের একটি অপরটির প্রভাবে পরিবর্তিত হয়। একাধিক ধ্বনির এইরূপ মিলন, লোপ বা পরিবর্তনের নাম সন্ধি।[৬]

সন্ধির সংজ্ঞার্থে বলা যায়, দুটি ধ্বনি একই শব্দে অথবা দুটি ভিন্ন শব্দে পাশাপাশি অবস্থান করলে দ্রুত উচ্চারণকালে সম্পূর্ণ বা আংশিক মিলিত হয় অথবা একটি লোপ পায় কিংবা একটির প্রভাবে অন্যটি পরিবর্তিত হয়, এরূপ পরিবর্তন লোপ কিংবা মিলনকে সন্ধি বলে। একটি শব্দের মধ্যেই ধ্বনি পরিবর্তন হলে তা আভ্যন্তরীণ সন্ধি এবং দুটো শব্দের মিলনে যে ধ্বনি পরিবর্তন ঘটে, তাকে বহিরস্থ সন্ধি বলা হয়। অর্থাৎ কোন শব্দ বা রূপমূলের আভ্যন্তরীণ ধ্বনি পরিবর্তন বা দুটো ভিন্ন শব্দের মিলনে যে বহিরস্থ ধ্বনি পরিবর্তন হয়, তা-ই সন্ধি। সন্ধির ক্ষেত্রে একটি বিধিবদ্ধ নিয়ম বা সূত্রে থাকে, যা ভাষা ভেদে বিভিন্ন রকম হতে পারে। যেমন –

ইংরেজি : in + Mortal = immortal, do + on = don

ফরাসি : le + homme = l'homme, Si +il = S'il

ফার্সি : উ + অস্ত্ = উস্ত্

আরবি : আব্দ + আল্ + সালাম = আবদুস সালাম[৭]

১.৩ প্রথাগত সন্ধি

প্রথাগত বাংলা ব্যাকরণের সন্ধির সূত্রসমূহ সংস্কৃতের নিয়মানুগ এবং সংস্কৃত সন্ধির নিয়মানুসারে বাংলা ব্যাকরণে সন্ধিকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা– স্বরসন্ধি ও ব্যঞ্জন সন্ধি। নিবে এসব সন্ধি ও সন্ধির সূত্র সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়া হলো:

১.৩.১ স্বরসন্ধি

স্বরধ্বনি ও স্বরধ্বনি মিলে যে সন্ধি হয়, তা-ই স্বরসন্ধি। ধাতুর স্বরধ্বনির বিভিন্ন রূপ গ্রহণ সংস্কৃত ভাষার একটি বিশেষ রীতি। পাণিনি স্বরসন্ধির নিয়ম – গুণ, বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ – এ তিনটি সংজ্ঞা

দ্বারা এ পরিবর্তনের ধারাকে বিশ্লেষণ করেছেন। স্বরের গুণ বলতে হয় যে ই-ঈ স্থানে এ, উ-ঊ স্থানে ও, ঋ স্থানে অর্ এবং ঌ স্থানে অল্ হয়। স্বরের বৃদ্ধি বলতে বোঝানো হয় অ-স্থানে আ, ই-ঈ স্থানে ঐ, উ-ঊ স্থানে ঔ এবং ঋ স্থানে আর হয়।[৮] আর 'য, র, ল, ব' হতে এদের অর্ন্তনিহিত অ'কারকে বাদ দিয়ে এগুলোকে ই, ঋ, ঌ, উ,-তে পরিবর্তন করাকে সংস্কৃত ব্যাকরণে সম্প্রসারণ বলে।[৯] স্বরসন্ধির কতগুলো নিয়ম নিম্নে দেওয়া হল।

সূত্র-১ : অ-কার বা আ-কারের পর আ-কার বা অ-কার থাকলে উভয়ে মিলে আ-কার হয়। যেমন–

অ + অ = আ	নব + অন্ন = নবান্ন	নর + অধম = নরাধম
	স্ব + অধীন = স্বাধীন	স্ব + অক্ষর = স্বাক্ষর
অ + আ = আ	হিম + আলয় = হিমালয়	সিংহ + আসন = সিংহাসন
আ + অ = আ	মহা + অর্ঘ = মহার্ঘ	যথা + অর্থ = যথার্থ
	যথা + অযথ = যথাযথ	
আ + আ = আ	মহা + আকাশ = মহাকাশ	ব্যথা + আতুর = ব্যথাতুর
	কারা + আগার = কারাগার	ভাষা + আচার্য = ভাষাচার্য

সূত্র-২ : ই-কার বা ঈ-কারের পর ই-কার বা ঈ-কার থাকলে উভয় মিলে ঈ-কার হয়। যেমন–

ই + ই = ঈ	রবি + ইন্দ্র = রবীন্দ্র	অধি + ইন = অধীন
	অতি + ইত = অতীত	অতি + ইন্দ্রিয় = অতীন্দ্রিয়
ই + ঈ = ঈ	অধি + ঈশ্বর = অধীশ্বর	পরি + ঈক্ষা = পরীক্ষা
	অভি + ঈপ্সা = অভীপ্সা	
ঈ + ই = ঈ	শচী + ইন্দ্র = শচীন্দ্র	রথী + ইন্দ্র = রথীন্দ্র
ঈ + ঈ = ঈ	সতী + ঈশ = সতীশ	শ্রী + ঈশ = শ্রীশ

সূত্র-৩ : উ-কার বা ঊ-কারের পর উ-কার বা ঊ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ঊ-কার হয়। যেমন–

উ + উ = ঊ	কটু + উক্তি = কটূক্তি
ঊ + ঊ = ঊ	লঘু + ঊর্মি = লঘূর্মি

সূত্র-৪ : অ-কার বা আ-কারের পর ই-কার বা ঈ-কার থাকলে উভয়ে মিলে এ-কার হয়। যেমন–

অ + ই = এ	স্ব + ইচ্ছা = স্বেচ্ছা
আ + ই = এ	যথা + ইষ্ট = যথেষ্ট
অ + ঈ = এ	অপ + ঈক্ষা = অপেক্ষা
আ + ঈ = এ	মহা + ঈশ্বর = মহেশ্বর

সূত্র-৫ : অ-কার বা আ-কারের পর উ-কার বা ঊ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ও-কার হয়। যেমন–

অ + উ = ও	পর + উপকার = পরোপকার
	অরুণ + উদয় = অরুণোদয়
অ + ঊ = ও	নব + ঊঢ়া = নবোঢ়া
আ + ঊ = ও	যথা + উপযুক্ত = যথোপযুক্ত
	কথা +উপকথন = কথোপকথন

সূত্র-৬ : অ-কার বা আ-কারের পর ঋ-কার থাকলে উভয়ে মিলে অর্ হয়। যেমন–

অ + ঋ = অর্ সপ্ত + ঋষি = সপ্তর্ষি

আ + ঋ = অর্ ক্ষুধা + ঋত = ক্ষুধার্ত

সূত্র-৭ : অ-কার বা আ-কারের পর এ-কার বা ঐ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ঐ-কার হয়। যেমন–

অ + এ = ঐ জন + এক = জনৈক

অ + ঐ = ঐ মত + ঐক্য = মতৈক্য

আ + এ = ঐ তথা + এবচ = তথৈবচ

আ + ঐ = ঐ মহা + ঐশ্বর্য = মহৈশ্বর্য

সূত্র-৮ : অ-কার বা আ-কারের পর ও-কার ও ঔ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ঔ-কার হয়। যেমন–

অ + ও = ঔ বন + ওষধি = বনৌষধি

অ + ঔ = ঔ পরম + ঔষধ = পরমৌষধ

আ + ও = ঔ মহা + ওষধি = মহৌষধি

আ + ঔ = ঔ মহা + ঔষধ = মহৌষধ

সূত্র-৯ : ই-কার বা ঈ-কারের পর ই, ঈ ভিন্ন অন্য স্বরবর্ণ থাকলে য-ফলা হয়। যেমন–

ই + অ = য অতি + অন্ত = অত্যন্ত

অধি + অক্ষ = অধ্যক্ষ

ই + আ = য অতি + আচার = অত্যাচার

ইতি + আদি = ইত্যাদি

পরি + আলোচনা = পর্যালোচনা

ই + এ = যে প্রতি + এক = প্রত্যেক

অভি + উদয় = অভ্যুদয়

ই + উ = যু প্রতি + উত্তর = প্রত্যুত্তর

ই + ঊ = যূ সং.নি + √ঊন্ + অ (র্তৃ)

সূত্র-১০ ঃ উ-কার বা ঊ-কারের পর উ, ঊ ভিন্ন অন্য বর্ণ থাকলে ব-ফলা হয়। যেমন–

উ + অ = ব মনু + অন্তর = মন্বন্তর

উ + আ = বা সু + আগত = স্বাগত

উ + এ = বে অনু + এষণ = অন্বেষণ

সূত্র-১১ : ঋ-কারের পর ঋ-কার ভিন্ন অন্য স্বরবর্ণ থাকলে র-ফলা হয়। যেমন–

ঋ + আ = অয়

পিতৃ + আলয় = পিত্রালয়

সূত্র-১২ : স্বরবর্ণ পরে থাকলে এ-কারের স্থানে অয়, ঐ-কারের স্থানে আয়, ও-কারের স্থানে অব এবং ঔ-কারের স্থানে আব হয়। যেমন–

এ + অ = অয় শে + অন = শয়ন

নে + অন = নয়ন

ঐ + অ = আয় নৈ + অক = নায়ক
ও + অ = অব ভো + অন = ভবন
ঔ + অ = আব পৌ + অক = পাবক
ঔ + ই = আবি নৌ + ইক = নাবিক

নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি : সন্ধির প্রচলিত নিয়ম না মেনে যেসব সন্ধি হয়, তাকে নিপাতনে সিদ্ধ (Craumatical Lrregular) সন্ধি বলে। যেমন–

গো + অক্ষ = গবাক্ষ স্ব + ঈর = স্বৈর
স্ব + ঈয় = স্বীয় মন + ঈষা = মনীষা

১.৩.২ ব্যঞ্জনসন্ধি :

স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি অথবা ব্যঞ্জনধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি মিলে সন্ধি হলে তাকে ব্যঞ্জন সন্ধি বলে। ব্যঞ্জন সন্ধির নিয়মগুলো নিম্নরূপ :

সূত্র-১ : ব্যঞ্জনবর্ণের পর বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ বা অন্তঃস্থ বর্ণ পরে থাকলে বর্গের স্থানে সেই বর্গের তৃতীয় বর্ণ হয়। যেমন–

দিক্ + অন্ত = দিগন্ত
ষট্ + যন্ত্র = ষড়যন্ত্র

সূত্র-২ : ন, ম পরে থাকলে বর্গের প্রথম বর্ণের স্থানে পঞ্চম বর্ণ হয়। যেমন–

জগৎ + নাথ = জগন্নাথ

সূত্র-৩ : ন, ম পরে থাকলে দ, ধ স্থানে ন হয়। যেমন–

উৎ + নয়ন = উন্নয়ন,
উৎ + নতি = উন্নতি

সূত্র-৪ : চ-বর্গ ও ট-বর্গ ছাড়া অন্য বর্গের প্রথম বা দ্বিতীয় বর্ণ পরে থাকলে দ বা ধ-এর স্থানে ৎ হয়। যেমন–

তদ + কাল = তৎকাল
হৃদ্ + পিণ্ড = হৃৎপিণ্ড

সূত্র-৫ : ত্ বা দ্-এর পরে চ বা ছ থাকলে ত্ বা দ্-এর স্থানে চ্ হয়। যেমন–

সৎ + চরিত্র = সচ্চরিত্র চলৎ + চিত্র = চলচ্চিত্র
উৎ + চারণ = উচ্চারণ উৎ + ছেদ = উচ্ছেদ

সূত্র-৬ : ত বা দ-এর পরে জ থাকলে ত বা দ স্থানে জ হয়। যেমন–

যাবৎ + জীবন = যাবজ্জীবন
বিপদ্ + জনক = বিপজ্জনক

সূত্র-৭ : ম্-এর পরে অন্তঃস্থ বর্ণ থাকলে ম্ স্থানে অনুস্বার হয়। যেমন–

সম্ + যোগ = সংযোগ

কিম্ + বদন্তি = কিংবদন্তি
নিপাতনে সিদ্ধ ব্যঞ্জনসন্ধি :
ষট্ + দশ = ষোড়শ
বৃহৎ + পতি = বৃহস্পতি

১.৪ বাংলা সন্ধি

মূলত সন্ধি একটি ভাষাতান্ত্রিক প্রক্রিয়া। তা অনেক ভাষাতেই আছে। বিভিন্ন ভাষাবিজ্ঞানী কতগুলো ধ্বনিপ্রক্রিয়াকে বাংলা সন্ধি বলে উল্লেখ করেছেন।[১১] নিবে এসম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো :

১.৪.১ আভ্যন্তরীণ সন্ধি

১.৪.১.১. বাংলা ভাষায় উচ্চারণ সুবিধার্থে যুক্ত বা একক ব্যঞ্জনের পূর্বে স্বরধ্বনি উচ্চারণ আসে। এধরনের ধ্বনিপরিবর্তনকে স্বরাগম (Prothesis) বলে। যেমন – স্কুল /skul/–ইস্কুল /iskul/, স্টেশন /steʃɔn/–ইস্টিশন /istiʃɔn/ ইত্যাদি।

১.৪.১.২. বাংলা ভাষায় অনেক সময় ব্যঞ্জনধ্বনি ভেঙ্গে স্বরধ্বনি আনার প্রক্রিয়া লক্ষ করা যায়। এ ধরনের প্রকিয়া স্বরভক্তি (Vowel insertion) হিসেবে পরিচিত। যেমন –

ক. অ-কারের আগম : জন্ম /jɔnmo/ – জনম /jɔnom/, রত্ন /rɔt̪no/ – রতন /rɔt̪on/

খ. ই-কারের আগম : প্রীতি /priti̯/ – পিরীতি /piri̯ti̯/, ক্লিপ /klip/ – কিলিপ /kilip/

গ. উ-কারের আগম : ভ্রূ /bŗ̆/ – ভুরু /buru/, মুল্ক /mulk/ – মুল্লুক /mulluk/

ঘ. এ-কারের আগম : গ্রাম /gram/ – গেরাম/geram/, গ্লাস /glas/ – গেলাস /gelaʃ/

ঙ. ও-কারের আগম : শ্লোক /ʃlok/ – শোলোক /ʃolok/

১.৪.১.৩. অনেক সময় শব্দ মধ্যস্থিত কোন অক্ষরের উপর প্রবল শ্বাসাঘাত পড়লে তার প্রভাবে অন্য অক্ষরের স্বরধ্বনি, অনেকসময়, ক্ষীণ হয়ে লুপ্ত হয়। এ প্রক্রিয়াকে বলা হয় স্বরধ্বনিলোপ। যেমন – অগ্নি /ogni/ – আগ /ag/, অলাবু /ɔlabu/ – লাউ /lau̯/ ইত্যাদি।

১.৪.১.৪. সাধারণত শব্দে একটি স্বরধ্বনির প্রভাবে অপর স্বরধ্বনির যে পরিবর্তন ঘটে তাকে স্বরঙ্গতি বলে। এ পরিবর্তনে দেখা যায়, উচ্চ স্বরধ্বনির প্রভাবে অন্য স্বরধ্বনিটি, উচ্চারণস্থান পরিবর্তন করে, এক ধাপ উপরে ওঠে কিংবা নিব স্বরধ্বনির প্রভাবে অন্য স্বরধ্বনিটি এক ধাপ নিচে নেমে যায়। বাংলাভাষার স্বরসঙ্গতির উদাহরণ :

পরবর্তী স্বরের সঙ্গে সঙ্গতি

(ক) পরবর্তী অক্ষরে ই, উ, য-ফলা, অথবা জ্ঞ, ক্ষ থাকিলে পূর্ববর্তী অ-এর উচ্চারণ ও-কার হয়। অ > ও তে পরিবর্তন বানানে লেখা না হলেও কথা বলা সময় শোনা যায়।যেমন – অতি /ot̪i̯/ – ওতি /ot̪i̯/, বসুক – বোসুক/ bosuk/ ইত্যাদি।

(খ) পরবর্তী অক্ষরে আ, ও, অ থাকলে পূর্ববর্তী অক্ষরের ই > এ হয়। যেমন – বিড়াল /bir,al/ – বেড়াল /ber,al/, লিখা/ likʰa/ – লেখা /lekʰa/, শিয়াল /ʃiyal/ – শেয়াল /ʃeyal/, মিশে /miʃe/ – মেশে /meʃe/।

(গ) পরবর্তী অক্ষরে আ, এ, ও, অ থাকলে পূর্ববর্তী উ-কার "ও" হয়। যেমন – শুনা/ʃuna/ – শোনা /ʃona/, দুহে /d̪uhe/ – দোহে / d̪ohe / ইত্যাদি।

(ঘ) পরবর্তী অক্ষরে আ, এ, ও, অ থাকলে পূর্ববর্তী এ-কার অ্যা হয়। যেমন – দেখে/d̪ehʰe/ – দ্যাখে /d̪akʰe/, একা /eka/ – অ্যাকা /aka/, কিন্তু পরে ই, উ থাকলে এ-কারের নিজস্ব উচ্চারণ বজায় থাকে। যেমন – দেখ + ই > দেখি /d̪ehi/, দেখ্ + উক > দেখুক /d̪ekʰuk/, একটি /ekti/, একটু /ektu/ ইত্যাদি।

(ঙ) পরবর্তী অক্ষরে ই বা উ থাকলে পূর্ববর্তী "এ" কে একধাপ উপরে তুলে সংবৃত "ই" তে উন্নীত করা হয়। যেমন – দেই /d̪ei/ – দিই / d̪ii/, দেশী / d̪eʃi/ – দিশি /d̪iʃi/, মেলুক /meluk/ – মিলুক/miluk/ ইত্যাদি।

(চ) পরবর্তী অক্ষরে ই, উ থাকলে পূর্ববর্তী ও-কার সংবৃত স্বরধ্বনি "উ"-তে পরিবর্তিত হয়। যেমন – পুরোহিত /purobit/ – পুরুইত /puruit̪/ – পুরুত/puruit̪/ ; নিয়োগী /niyogi/ – নেউগী /neugi/ ইত্যাদি।

(ছ) তিন বা ততোধিক অক্ষর সমন্বিত শব্দের অন্ত্যস্বরধ্বনি ই (ঈ) হলে, শব্দমধ্যস্থিত অ, আ > উ-তে পরিবর্তিত হয়ে স্বরসঙ্গতির সৃষ্টি করে। যেমন – উড়ানী ˝/urani/ – উড়ুনি ˝/uruni/, এখনি /ekʰɔni/ > এখুনি /ekʰuni/ ইত্যাদি।

পূর্ববর্তী স্বরের সাথে সঙ্গতি

ক. শব্দের প্রথম অক্ষরে 'ই' থাকলে তার প্রভাবে পরবর্তী অক্ষরের অ'কার অর্ধ-সংবৃত ধ্বনি 'এ'-তে পরিবর্তিত হয়ে স্বরসঙ্গতি সৃষ্টি করে। যেমন ইচ্ছা – ইচ্ছে /iccʰe/, হিসাব – হিসেব/hisʰeb/ , ভিক্ষা /bʰikkʰa/ – ভিক্ষে /bʰikkʰe/ ইত্যাদি।

খ. শব্দের প্রথমে উ-ধ্বনি থাকলে পরবর্তী আ-কার 'ও'তে পরিবর্তিত হয়। যেমন – পুজা /puja/ – পুজো /pujo/, ধূলা /dula/ – ধূলো /dulo/ ইত্যাদি।

গ. দুই অক্ষরযুক্ত শব্দে পরবর্তী অক্ষরে অ-কার সাধারণত 'ও'কার রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন – মোরগ – মোরোগ /morog/, ভারত – ভারোত /bʰarot̪/ ইত্যাদি।

১.৪.১.৫. বাংলা ভাষায় অনেক সময় শব্দের মধ্যে ই বা উ ধ্বনি থাকলে সেই ই বা উ-কে আগে উচ্চারণ করা হয়। ভাষাবিজ্ঞানে এ ধরনের ধ্বনিপরিবর্তনকে অপিনিহিতি (Apenthesis) বলে। যেমন – আজি /aji/ – আইজ /aij/, রাতি /rat̪i/ – রাইত /rait̪/ ইত্যাদি।

১.৪.১.৬. অপিনিহিতির প্রক্রিয়ায় শব্দের অর্ন্তগত যে ই বা উ আগে সরে আসে, সেই ই বা উ যখন পাশাপাশি স্বরধ্বনিকে প্রভাবিত করে নিজেও তার সাথে মিশে পরিবর্তিত হয়ে সংক্ষিপ্ত হয়ে যায়, তাকে অভিশ্রুতি বলে। ইংরেজি, জার্মান, সুইডিন প্রভৃতি ভাষায় অভিশ্রুতি রয়েছে। বাংলাভাষায়ও ধ্বনি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অভিশ্রুতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেমন :

আসিয়া /aʃia/ – আইস্যা /aiʃʃa/ – এসে /eʃe/

কালি /kali/ – কাইল /kail/ – কাল /kal/

রাতি /rat̪e/ – রাইত /rait̪/ – রাত /rat̪/

১.৪.১.৭. বাংলা ভাষায়, অনেক সময়ে, শব্দমধ্যস্থিত দুইটি একই বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ধ্বনির মধ্যে একটি পরিবর্তিত হয়ে যায়। যেমন – শরীর /ʃorir/ – শরিল /ʃoril/, লাল /lal/ – নাল /nal/ ইত্যাদি।

১.৪.১.৮. শব্দের মধ্যস্থিত দুটি ধ্বনি, অনেক সময়ে পরস্পর স্থানপরিবর্তন করে। এ ধ্বনিপরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে ধ্বনিবিপর্যয় বলে। যেমন – পিসাচ /pisac/ - পিচাশ /picas/, লাফ /lap^h/ – ফাল /p^{h}al/ ইত্যাদি।

১.৪.১.৯. বাংলা ভাষায়, অনেক সময়ে, অঘোষধ্বনির প্রভাবে ঘোষধ্বনি অঘোষ ধ্বনিতে পরিণত হয়। এ প্রক্রিয়াকে অঘোষীভবন বলে। যেমন – অবসর /ɔboʃɔr/ – অপসর /ɔpʃɔr/, বীজ / bij/ – বিচি /bici/, ভাগ/b^{h}ag/ – ভাক/b^{h}ag/ ইত্যাদি।

১.৪.১.১০. অনেক সময়, মহাপ্রাণধ্বনির প্রভাবে অল্পপ্রাণধ্বনি মহাপ্রাণধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমন – থুতু /t̪^{h}ʊt̪ʊ/ – থুথু /t̪^{h}ʊt̪ʊ/, হাত /hat̪/ – হাথ /hat̪^{h}/ ইত্যাদি।

১.৪.১.১১. বাংলা ভাষায় শব্দমধ্যস্থিত অল্পপ্রাণধ্বনির প্রভাবে মহাপ্রাণধ্বনি অল্পপ্রাণধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমন – সুখ /ʃuk^h/ - সুক /ʃuk/, কাঠ /kat^h/ – কাট/kat/ ইত্যাদি।

১.৪.১.১২. বাংলা ভাষায় শব্দে নাসিক্য ধ্বনি লোপের ফলে পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি অনুনাসিক হয়ে ওঠে। যেমন – দন্ত /donto/ – দাঁত /dɔt̪/ , হংস /hoŋʃo/ – হাঁস /hɔʃ/ ইত্যাদি।

১.৪.১.১৩. বাংলা ভাষায় দুই স্বরের মধ্যাবস্থিত হ-কার সহজেই লুপ্ত হয়ে যায়। অন্ত্য হ-কারও লোপপ্রবণ ধ্বনি। যেমন – মহাশয় /mohasoy/ – মশাই /mosai/, পুরোহিত /purohit/ – পুরুত /purut/, সিপাহী /ʃipahi/ – সেপাই/ ʃepai/ ইত্যাদি।

১.৪.২. বহিরস্থ সন্ধি

১.৪.২.১. সমীভবন (Assimilation) : পাশাপাশি অবস্থিত দুইটি অসম ব্যঞ্জনধ্বনির একটির প্রভাবে অন্যটি বা পারস্পরিক প্রভাবে উভয়ই বদলে গিয়ে সাম্যলাভ করে, ধ্বনিপরিবর্তনের এ প্রক্রিয়াকে সমীভবন বলে। সমীভবন তিন রকম হতে পারে, যথা :

ক. প্রগত সমীভবন : পূর্ববর্তী ধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী ধ্বনির পরিবর্তন হওয়ার প্রক্রিয়াকে প্রগত সমীভবন বলে। যেমন – বৃহস্পতিবার /brihoʃpotibar/ > বিস্সুদবার /biʃʃudbar/

খ. পরাগত সমীভবন : পরবর্তী ধ্বনির প্রভাবে পূর্ববর্তী ধ্বনির পরিবর্তন হওয়ার প্রক্রিয়াকে পরাগত সমীভবন বলে। যেমন – বাং. রান্ধা < [সং. রন্ধন] + বাং.আ – রান্না/ranna/, উৎ + জীবন – উজ্জীবন /ujjibon/ , পাঁচশো – পাশশো /paʃʃo/ ইত্যাদি।

গ. পারস্পরিক সমীভবন : যখন পরস্পরের প্রভাবে দুটো ধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে নতুন ধ্বনির আগম হয়, তাই পারস্পরিক সমীভবন। যেমন – উৎ + শ্বাস > উচ্ছ্বাস /ucchaʃ/ ।

১.৪.২.২. বাংলা ভাষায়, অনেক সময়ে, শব্দে পাশাপাশি দুইটি সমধ্বনির মধ্যে একটি লুপ্ত হয়ে যায়। এ ধরনের ধ্বনিপরিবর্তনকে সমাক্ষরলোপ (Haplology) বলে। যেমন – ছোটদিদি > ছোটদি, বড়দাদা > বড়দা ইত্যাদি।

১.৪.২.৩. অনেক সময়ে ঘোষধ্বনির প্রভাবে অঘোষধ্বনি ঘোষধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমন – বাক্ /নধশ/ + যন্ত্র /jɔnt̪ro/ – বাগ্‌যন্ত্র /bagjɔnt̪ro/ ।

১.৪.২.৪. সাধারণত তালব্যধ্বনির পর ঘর্ষণজাতধ্বনি থাকলে তালব্যধ্বনি ঘর্ষণজাতধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমন – পাঁচ + শ – পাঁশ্‌শো, পাঁচ + সের – পাঁশ্‌শের /paʃʃer/ ইত্যাদি।

১.৪.২.৫. বাংলা ভাষায় দন্ত্যধ্বনির পর তালব্যধ্বনি থাকলে দন্ত্যধ্বনি তালব্যধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমন – সাতজন /ʃat̪jon/ – সাজ্‌জন /ʃajjon/, উৎ + চারণ = উচ্চারণ /uccaron/ ইত্যাদি।

১.৪.২.৬. সাধারণত শব্দে অন্যব্যঞ্জনের পূর্বে র-কার থাকলে সেই র-কার বাংলাভাষায়, বহুস্থানে, লুপ্ত হয়। যেমন – চার /car/ + লাখ /lakh/ – চাল্লাখ /callakh/, ঘোড়ার /gorar/ + ডিম /dim/ – ঘোড়াড্ডিম /goraddim/ ইত্যাদি।

১.৪.২.৭. বাংলাভাষায় শব্দে পাশাপাশি দুইটি স্বর-ধ্বনি থাকলে যদি এ দুটো স্বর মিলে একটি যৌগিকস্বরে পরিণত না হয়, তবে এ দুইটি স্বরের মধ্যে য়-শ্রুতি /j/ ও অন্তঃস্থ ব-শ্রুতি /w/ এর আগমন ঘটে। যেমন – মা + এর – মায়ের /সধুবৎ/, খা + আ – খাওয়া /khawa/ ইত্যাদি।

১.৫ উপসংহার

প্রথাগত বাংলা ব্যাকরণের অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো সন্ধি। প্রথাগত ব্যাকরণে যে সন্ধি শিক্ষা দেওয়া হয়, তা সংস্কৃত ভাষার সন্ধি, বাংলা ভাষার নয়। বাংলা ভাষার শব্দসম্ভারে আগত সংস্কৃত শব্দে সন্ধি সংস্কৃত ভাষার নিয়মানুসারে সম্পন্ন হয়েছে। এজন্য বাংলা ব্যাকরণে সন্ধি অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত কি না তা নিয়ে বিদ্বান্‌দের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। এক্ষেত্রে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য– "সংস্কৃত হইতে যেসকল শব্দ আসিয়াছে, তাহাদিগকে স্বতন্ত্র শব্দ বলিয়াই ব্যবহার করিব। যাঁহাদের, তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করিবার প্রবৃত্তি হইবে, তাঁহারা সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়ুন"।[১২] উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, বাংলাভাষায় সন্ধি হলো মূলত ধ্বনিপরিবর্তন প্রক্রিয়া, যা উচ্চারণের সময় ঘটে থাকে। ধ্বনিপরিবর্তন একটি সাধারণ প্রবণতা। সব ভাষাতেই, ইতিহাসের ক্রমবিবর্তনের ধারায় ধ্বনি ও রূপগত পরিবর্তন সংঘটিত হচ্ছে। Dr. P.D. Gune-এর ভাষায়, "If we follow the course of the life of any language, we clearly see ... that no language is ever in a static condition; that is always changes and grows".[১৩] কিন্তু ব্যতিক্রমের কথা বাদ দিলে

ধ্বনিপরিবর্তনকে কতগুলো নিয়মের মধ্যে আবদ্ধ করা যায়। এ ধ্বনিপরিবর্তন প্রক্রিয়াকে 'সন্ধি' অভিধা দেওয়া কতটা যুক্তিযুক্ত তা প্রশ্নসাপেক্ষ। ইউরোপীয় অনেক ভাষাতেই সন্ধি আত্মভূত (ধনংড়ৎন) করা হলেও বাংলাভাষার ক্ষেত্রে এটি বাহুল্য বিষয়, একথা বলা যায়।

তথ্যনির্দেশ

১. Asher, R.E., Editor in chief; *The Encyclopedia of Language & Linguistics*, Pergamon Press, Oxford, 1994, Vo-7, p. 3647

২. Ibid, p. 3647

৩. চাকী জ্যোতিভুষণ, *বাংলাভাষার ব্যাকরণ*, আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, কলকাতা ১৯৯৬, পৃ.৮৮

৪. Chaudhury, Muffazzal H., *Colloquial Bangali*, Bangla Academy, 1963, p. 12

৫. Hockett, C.F., *A course in Modern Linguistics*, Macmillan company, NewYork, 1958, p.277

৬. এনামূল হক, মুহম্মদ, *ব্যাকরণমঞ্জরী*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ১৩

৭. চাকী জ্যোতিভুষণ, *বাংলাভাষার ব্যাকরণ*, আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, কলকাতা ১৯৯৬, পৃ.৮৮

৮. বিদ্যাসাগর, ঈশ্বরচন্দ্র, *সমগ্র ব্যাকরণকৌমুদী*, নিউ এজ পাবলিকেশান্স, ঢাকা, ১৯৬৫, পৃ. ৫

৯. চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, *ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ*, রূপা সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৩৯, পৃ. ১০১

১০. চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০১

১১. ক) চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৭-১৮ ; খ) চাকী জ্যোতিভুষণ, পূর্বোক্ত, গ) এনামূল হক, মুহম্মদ, *ব্যাকরণ মঞ্জরী*, পৃ. ১৩

১২. সরকার, পবিত্র, *ভাষামনন বাঙালি মনীষা*, পুনশ্চ, কলকাতা, ১৯৯২, পৃষ্ঠা. ৪২

১৩. Gune, P.D., *An Introduction to Comparative philology*, Poona oriental Book House, Poona, 1970, p. 22